অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

যে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে -অজয় রায়

দুর্নীতি

অজয় রায়

কিছুদিন আগে খবরে দেখা গেল বিএনপির একজন জাঁদরেল নেতা এবং বেগম খালেদার প্রিয়ভাজন মানুষ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। আদালতে তাঁর জামিনের আবেদন নামঞ্জুর হওয়ায় তিনি জেলহাজতে বাস করছেন। ভাবা যায়! বিস্ময়ে হতবাক হই আমি, যখন দেখা যায় এই ব্যক্তিটি এককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতা করেছিলেন। শিক্ষক থেকে রাজনীতিক, রাজনীতিক থেকে প্রতিমন্ত্রী-পুরোমন্ত্রী, অতঃপর দুর্নীতিবাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মধ্য দিয়ে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, শিক্ষকতা পেশায় একদা নিয়োজিত এক স্ত্রী ও দুই সন্তানের জনক এই রাজনীতিকটির কত সম্পদের প্রয়োজন হয়?

ছোটবেলায় পড়েছিলাম প্রখ্যাত এক রুশ লেখকের, যতদূর মনে পড়ে 'হাউ ম্যাচ ল্যান্ড ডাজ এ ম্যান রিকোয়ার' নামের গল্পের নায়ক পোখম অতিমাত্রায় লোভ করতে গিয়ে তার কী মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছিল। শেষ বিশ্লেষণে লেখক দেখালেন, একজন মানুষের প্রয়োজন কবরের জন্য সামান্য একখণ্ড জমি। সেই কতদিন আগে লেখক আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন, লোভ সংবরণ করতে হয়, একটি মাত্রায় এসে থামতে শিখতে হয়। নইলে পোখমের পরিণতি অবধারিত। আমাদের দেশের গল্পেও আছে জনৈক তাঁতির কী পরিণতি হয়েছিল অতিমাত্রায় লোভ করতে গিয়ে, সেই থেকে প্রবাদ চালু হয়েছে 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট'। কিন্তু ড. মোশাররফের মতো শিক্ষক থেকে রাজনীতিকে রূপান্তরিত হওয়া ব্যক্তিরা ছাত্রদের বিনয়ী, নির্লোভী, মিথ্যাচার ও সৎ হওয়ার শিক্ষা কেবল শ্রেণী কক্ষেই দিয়ে থাকতেন, নিজের জীবনে চর্চা করেছেন এর বিপরীত আচার। এরা তাদের তরুণ রাজনৈতিক অনুসারীদের শেখায় মাস্তানবাজ ও চাঁদাবাজ হতে, শেখায় বিনা শ্রমে বিনা পুঁজিতে কীভাবে পরস্বাপহারী ঠিকাদার, কন্ট্রাক্টর, ব্যবসায়ী হওয়া যায়, শেখায় অস্ত্র হাতে সন্ত্রাসী ক্যাডারে পরিণত হতে, যাদের পেশিশক্তির ওপর নির্ভর করে এরা রাজনীতি চর্চা করে, ভোটকেন্দ্র দখল করে আর নির্বাচনে জিতে মন্ত্রী হয়, আর নিজ এলাকার উন্নয়নের নামে, দেশের উন্নয়নের নামে জনগণের অর্থ আত্মসাৎ ও লুণ্ঠন করে আর জ্যামিতিক হারে নিজের বৈভব তৈরি করে। আর বিশাল বিশাল জনসভা ডেকে আমাদের শোনাতে থাকেন 'উন্নয়ন প্রবাহের' অমৃত বাণী। মোশাররফের মতো মানুষরাই রাজনীতিকে কলুষিত করেছেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দুর্বৃত্তায়নের অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, সৎ রাজনৈতিক পরিবেশকে কালো টাকা আর অর্থের ধোঁয়ায় অন্ধকার করে তুলেছেন। এসব দুর্বৃত্তপরায়ণ রাজনৈতিক ব্যক্তির কারণেই 'সুবচন আর সুরাজনীতি নির্বাসনে'। কোনো যুধিষ্ঠিরই এদের হাত থেকে রাজনীতিকে উদ্ধার করতে পারবে না, এদের শায়েস্তা করতে প্রয়োজন 'কল্কি', প্রয়োজন ইমাম মেহেদি। কিন্তু কবে আসবেন তাঁরা? 'কালা পাহাড়, কল্কি আর ইমাম মেহেদির কাজগুলো যদি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পন্ন করতে পারেন, তাহলে আমি তাদের দু'হাত তুলে অভিবাদন জানাব।

এক সময় ড. মোশাররফ হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী ছিলেন, ছিলেন বেশ পরিচিত। ছিলেন নিকট প্রতিবেশী, দু'সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন পরিবার। এত উঁচুতে এখন তাঁর অবস্থান যে, দেখলেও হয়তো চিনতে পারবেন না। মনে হতো বেশ রাজনীতিসচেতন ও আওয়ামী লীগবিরোধী। এটি কোনো দূষণীয় ছিল না, সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগবিরোধী ছিলেন, অনেকেই নবগঠিত জাসদের চটকদার বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

মোশতাকের সূর্যসন্তানদের হাতে পঁচাত্তরের আগস্টে সপরিবার বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড ও সেপ্টেম্বরে সেনাছাউনিতে ক্যু-কাউন্টার ক্যুর রক্তক্ষয়ী ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অবশেষে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের উত্থান ও ড. মোশাররফের ভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটন– যেন এক সূত্রে গাঁথা। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার মানসে জিয়া যখন রাজনৈতিক দল গঠনের কাজে নেমেছেন সেই সময় '৭৮-৭৯ সালের কোনো এক সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হন। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিদর্শনকালে ছাত্ররা তার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। জিয়া ছাত্রদের ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও সংযমের পরিচয় দেন। সেদিনের ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। জিয়ার সঙ্গে ছিলেন আইন ও শিক্ষা দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আরেক উপদেষ্টা অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ তাঁর সঙ্গে ছিলেন কি-না আমার মনে নেই, সম্ভবত ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে তখন উপাচার্য ছিলেন ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী, এর আগে জিয়া নির্বাচিত উপাচার্য বোস অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরীকে জেলে পাঠিয়েছেন।

সভার শুরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি সবার শ্রদ্ধেয় মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক বি করিম উপাচার্যের আহ্বানে বক্তৃতা দিতে উঠে ক্যাম্পাস পরিদর্শনে আসায় জেনারেল জিয়াকে স্বাগত জানিয়ে পাঁচ মিনিটে মামুলি দু'চার কথা বলে বসে পড়েন। এরপরই জিয়া তাঁকে নিয়ে কৌতুকে মেতে ওঠেন বারেবারে বক্তৃতা দীর্ঘায়িত করতে নির্দেশ দেন ও বৃদ্ধ অধ্যাপককে চরমভাবে অপমানিত করতে থাকেন। বিব্রত অধ্যাপক জিয়ার নির্দেশে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে থাকেন, অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে 'দরকার হলে পরে আরো বলব' বলে একরকম জোর করেই বসে পড়েন। জিয়া সেদিন শিক্ষক সমিতির সভাপতিকে তাঁর সহকর্মীদের সামনে নাস্তানাবুদ করেছিলেন। আমার দুঃখ হয় সেদিন ভয়ে আমরা এ ঘটনার প্রতিবাদ করিনি, এমনকি উপাচার্য মহোদয়ও এ প্রসঙ্গে কিছু বলতে সাহস করেননি। এমনই ছিল সেদিনের অস্থির পরিস্থিতি, চারদিকে অস্ত্রের ঝনঝনানি।

জিয়া এরপর আহ্বান জানালেন শিক্ষকদের বলার জন্য, আমরা সেদিন কেউ সাড়া দিইনি তার অনুরোধে। তবে হ্যাঁ, দু'জন শিক্ষক সাড়া দিয়েছিলেন– এদের একজন ড. মোশাররফ হোসেন, অন্যজন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সদ্য নিযুক্ত প্রভাষক (যিনি ছিলেন একাধারে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট

পদচ্যুত খোন্দকার মোশতাক আহমদের অনুসারী)। খন্দকার মোশাররফ হোসেন সেদিন যথারীতি ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের সমালোচনা করলেন, নতুন ক্ষমতাধরদের প্রশংসা করলেন এবং তৎসহ অস্থির অস্ত্রের রাজনীতিরও সমালোচনা করে অস্ত্রের উৎসের কথা জানতে চাইলেন। সে যাই হোক এই দুই বক্তার কথায় তুমুল হাততালি পড়েছিল, অনেকটা কৌতুকমিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে।

বক্তৃতা পর্বের পর চা-চক্রে মওদুদ আহমদের সঙ্গে দেখা। তিনি পূর্বপরিচিত। অধ্যাপক করিমকে জিয়া হেনস্তা করায় আমার বিরক্তি প্রকাশ করলে অনেকটা কৈফিয়তের সুরে মওদুদ বলেছিলেন, দেশের অস্থির পরিবেশে জেনারেল খুবই বিব্রত এবং বিচলিত। তারপর হঠাৎ করেই আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলে উঠলেন,

'চলুন আপনার সঙ্গে জেনারেলের আলাপ করিয়ে দিই। আপনাদের মতো লোকদের এই সংকটে তার প্রয়োজন, তার পাশে থাকা দরকার।' আমি হেসে বললাম, 'কেন আপনারা তো রয়েছেন,' এই বলে আমি তাঁকে কোনোত্র মে এড়িয়ে গেলাম। এর কিছুদিন পরই জানলাম, ড. মোশাররফ এবং ওই জুনিয়র শিক্ষকটি জিয়ার দলে যোগ দিয়েছেন এবং মোশাররফকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রফ্রন্ট খোলার এবং শিক্ষকদের মধ্যে প্রো-জিয়া গ্রুপ গঠনের সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নীরু-বাবলু-অভির নেতৃত্বে সশস্ত্র ক্যাডারভিত্তিক ছাত্রদল গঠনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে প্রো-জিয়া গ্রুপ গঠনে, অস্বীকার করার উপায় নেই যে খন্দকার মোশাররফ হোসেন একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। পিছিয়ে তাকিয়ে মনে হয়, সেদিনের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে যে নাটকের অভিনয় হয়েছিল, তার পুরোটাই পূর্বনির্ধারিত এবং পূর্বকল্পিত। ওই যে মওদুদ কথিত উক্তি 'আপনাদের মতো মানুষের তার পাশে থাকা দরকার' মিশনের ছিল প্রথম পদক্ষেপ। সেদিন থেকেই এই আপাত ভালো মানুষ আমার এককালের সহকর্মীটির জয়রথের যাত্রা, যার বিরতি ঘটেছে ইদানীং ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। এর অন্তর্বর্তীকালে আড়াই দশকে তিনি আক্ষরিক অর্থেই আঙুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হয়েছেন, শুধু ক্ষমতায় নয়, বৈভবে ও সম্পদে। আশির দশকে এরশাদের আমলে তিনি তাঁর বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের প্রভাব খাটিয়ে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন, চাকরির ধারাবাহিকতা পুনরুদ্ধার করেন এবং অবশেষে অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সব ধরনের বিবেক ও নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে শিক্ষক থেকেও বিএনপির সক্রি য় এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতে তাঁর বিবেকে বাধেনি। এরশাদের পতনের পর তিনি '৯১-৯৬ পর্বে খালেদা জিয়ার প্রথম মন্ত্রিসভায় প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে (তেল-জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ) যোগ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও রাজনীতি করার অধ্যায় শেষ হয়। সুযোগসন্ধানী ড. মোশাররফের সম্পদ গড়ার স্বর্ণদ্বার খুলে যায়। অভিযোগ আছে, পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে তিনি বিদেশি তেল ও গ্যাস কোম্পানির কাছে দেশের সম্পদ ইজারা দিয়ে পাশাপাশি নিজের ভাগ্য গড়ে তুলতে থাকেন। এ সময়ই ৫৬ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো মামলা করা থেকে বিরত হয়। অবশ্য আওয়ামী লীগ আমলে এই মামলা দায়ের হলেও পুনরায় খালেদা বেগমের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর কালে সরকারি প্রভাবে এ মামলাটি হাইকোর্ট থেকে বাতিল করা হয়।

দ্বিতীয় দফায় খালেদা বেগমের নেতৃত্বে গঠিত জোট সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে ড. মোশাররফ আরো ক্ষমতাদর্পী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী খন্দকার মোশাররফ হোসেন নির্বাচনে জয়ী হওয়ার কয়েকটি কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন : ১. নির্বাচনী এলাকায় তাঁর ক্যাডার বাহিনীকে দিয়ে প্রতিপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হিংসাত্মক পন্থায় সব সময় তটস্থ, ব্যতিব্যস্ত রাখা এবং এলাকায় যেন কোনোভাবেই প্রতিপক্ষ প্রার্থী সাফল্যের সঙ্গে জনসভা করতে না পারে। এই উপচারের ভয়াবহ ফলাফল আবদুর রশীদ ইঞ্জিনিয়ার, আবদুস সাত্তার ও পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অব.) ভুঁইয়া হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন; ২. ভোটের আগে ও সময়ে নির্বাচনী এলাকায় ক্যাডারদের দিয়ে যেসব এলাকায় প্রতিপক্ষ দলের সমর্থক বেশি সেসব নির্বাচনী কেন্দ্রে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা যাতে প্রকৃত ভোটাররা কেন্দ্রে না আসতে পারে; ৩. নির্বাচনের দিন বেশ কয়েকটি নির্বাচিত ভোটকেন্দ্র দখলে নিয়ে নেওয়া ও নির্দিষ্ট অনুপাতে নিজের পক্ষে ভোটদানের ব্যবস্থা করা; ৪. এসব কাজে পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনকে ম্যানেজ করেন বেশ দক্ষতার সঙ্গে, আর প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টদের হয় অর্থ দিয়ে অথবা পেশিশক্তি প্রয়োগে বশীভূত করেন। নির্বাচনে জেতার এই মহাকৌশলকে সাংবাদিকরা নাম দিয়েছিলেন 'মোশাররফের তিনদিনের খেল'। এভাবেই ড. মোশাররফ নির্বাচনী বৈতরণী পেরিয়েছেন সাফল্যের সঙ্গে। শোনা যায়, দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে ড. মোশাররফ দুর্নীতির ঐতিহাসিক রেকর্ড সৃষ্টি করেন আর সেই সঙ্গে নিজের সম্পদের পাহাড়, যে পাহাড়ের উচ্চতা হিমালয়কেও ছাড়িয়ে যায়। আর এই সম্পদের পাহাড়ের মূল্যমান নাকি হাজার কোটিরও বেশি। একজন শিক্ষক থেকে রাজনীতিবিদ, সেখান থেকে ধনকুবের, কিন্তু আলাদিনের এই আশ্চর্য প্রদীপটি সাবেক মন্ত্রী কোথায় পেলেন?

শুধু কি ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন একা? বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার অনেক সহকর্মী ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে নিজেদের নিষ্কলুষ পরিচ্ছন্ন চিত্র ধরে রাখতে পারেননি, ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, দুর্নীতির ক্লেদ অঙ্গে ধারণ করেছেন। আমার বড্ড দুঃখবোধ হয় যখন এই সম্মানিত শিক্ষকদের নাম খবরের কাগজের পাতায় প্রকাশ পায়। আমার একদা স্নেহভাজন সহকর্মীর নাম যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের গবেষণার জন্য বরাদ্দ ১৮ কোটি টাকারও বেশি অর্থ কলঙ্ক অসৎ কর্মকর্তাদের সঙ্গে জড়িয়ে যায় এবং এর কোনো বিচার হয় না, তখন দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া কী করা যেতে পারে। পিএসসির সাবেক ও বর্তমান চেয়ারম্যানদের অপকীর্তির কথা (দলীয় ভিত্তিতে রিত্র ুট করার পদ্ধতি উদ্ভাবন, প্রশাসনিক দুর্বলতা, প্রশ্নপত্র ফাঁস, সরকারি দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ইত্যাদি) ত্র মেই প্রকাশিত হচ্ছে, আইন বিভাগের একদা শিক্ষক উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বরখাস্ত হওয়া উপাচার্য, সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারিত উপাচার্য (যিনি ছাত্র ও শিক্ষক মহলে 'থ্রি ইন ওয়ান' নামে পরিচিত), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিহত উপাচার্য... প্রমুখের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৈতিকতার অধঃপতন প্রভৃতি বিষয় রূপকথার মতো শোনায়। সম্প্রতি একটি ঘটনা একাডেমিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে মাস্টার্স শ্রেণীতে ৫৩ জন ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণী

পেয়েছে, এ বিষয়ে তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়েছে এবং যে অধ্যাপকের পরীক্ষা কমিটির সভাপতিত্বে এই পরীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে তার বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ উঠেছে। তার স্বদলীয় প্রভাবশালী শিক্ষক-নেতারা অবশ্য তাকে রক্ষার অদম্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদি ধরেও নেওয়া হয় কোনো অসদুপায় বা দুর্নীতি ছাড়াই এত বিপুলসংখ্যক ছাত্র প্রথম শ্রেণী পায়, তাহলে অবশ্যই ধরে নিতে হবে পরীক্ষকদের খাতা দেখায় ফাঁকফোকর রয়েছে, অবশ্যই ত্রুটি রয়েছে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে এবং প্রশ্ন প্রণয়নে মেধা যাচাইয়ের অভাব রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পরীক্ষণ, মেধা মূল্যায়ন ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নে যে এত ধস নামতে পারে তা কল্পনার অতীত। অথচ যে মহামান্য অধ্যাপকটি এই কাজের সঙ্গে অতি নিবিড়ভাবে অন্বিষ্ট তিনি টেলিভিশনের নানা চ্যানেলে আবির্ভূত হয়ে রাজনীতি সম্পর্কে ও রাজনীতিবিদদের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে পরিশুদ্ধ করার! এসব সম্মানিত শিক্ষকের যেখানে নৈতিকতা, স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা ও বনের আগুনের মতো দুর্নীতি মাত্র কয়েক বছরে ছড়িয়ে গেল সবখানে– যার লেলিহান শিখা থেকে আমার সম্মানিত সহকর্মীরাও রেহাই পেলেন না। এ দুঃখ, এ লজ্জা আমরা কোথায় রাখব?

হ লেখক : শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী

Print

Editor: *Abed Khan*
Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,
Phone: **8802-9889821** *,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,*
E-mail: info@shamokalbd.com
If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com
Powered By: NavanaSoft